যুগান্তর

তারিখ 25 DEC 2015 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অর্থমন্ত্রীকে শিক্ষকদের কড়া হুশিয়ারি

সাত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি

মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ বিকৃত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়ভার অর্থমন্ত্রীকেই নিতে হবে

মুসতাক আহমদ ও মাহমুদুল হাসান নয়ন

এবার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের প্রতি কড়া হুশিয়ারি দিলেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার এক চিঠিতে তাকে জানানো হয়েছে, শিক্ষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অর্থমন্ত্রী রাখেননি। তাই সংকটের সম্মানজনক সমাধান করা না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়ভার অর্থমন্ত্রীকেই নিতে হবে। অপরদিকে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের দাবিদাওয়া পূরণে এ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিল অর্থ মন্ত্রণালয় তা পরিবর্তন করে বিকৃত করেছে। এমন অন্যায় পদক্ষেপ তারা কোনো অবস্থাতে মেনে নেবেন না। আর এসব কারণেই ঘরে ফেরার পরিবর্তে ফের শিক্ষকদের রাজপথে নামতে হয়েছে। যুগান্তরকে এমন তথ্য জানিয়েছেন ভুক্তভোগী বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের অনেকে। এদিকে পুরো

হুশিয়ারি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

হুশিয়ারি : অর্থমন্ত্রীকে শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টি তুলে ধরে আন্দোলনরত শিক্ষকরা অর্থমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা কমিটির সাতজন সদস্যকে বৃহস্পতিবার দুপুরে পৃথক চিঠি দিয়েছেন। এর মধ্যে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন চিঠি দেয়া হয়। অর্থমন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে শিক্ষকরা তাদের নানা ক্ষোভ অসন্তোষের কথা তুলে ধরেন। আর শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে তার কার্যকর সহযোগিতা চাওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে শিক্ষকদের একটি মাত্র দাবি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সমাধান দেয়া হয়নি। এ পরিস্থিতিতে ১৭ ডিসেম্বর রাতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা। বৈঠক সূত্র জানায়, সেখানে আইনমন্ত্রী শিক্ষক প্রতিনিধিদের অবহিত করেন, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের নামে যা প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয়। মন্ত্রিসভা কমিটি এ সুপারিশ করেনি।

মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে গৃহীত সুপারিশের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, 'আইনমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন মন্ত্রিসভা কমিটির নামে যেসব সুপারিশ অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে তা সঠিক নয়। তারা এ ধরনের সুপারিশ করেননি।' গত ২০ ডিসেম্বর এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে জানতে চাইলে তিনিও এর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'আমরা যেসব সুপারিশ করেছি তা যথাযথভাবে আসেনি।' পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় যুগান্তর। গত ২২ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠি দুটিই পেয়েছি। কিন্তু উভয়ের সঙ্গে মিল নেই।'

এদিকে সূত্রগুলো জানিয়েছে, মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা ছিল। তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকরা আজকে আন্দোলনে থাকতেন না। কিন্তু রহস্যজনক কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এড়িয়ে গেছেন। যে কারণে উভয় ধরনের (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষকরা আজ রাজপথে। গত কয়েকদিন ধরে তারা আন্দোলন করছেন। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকারকে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়েছে। পরে বৃহস্পতিবার বিকালে তারা জরুরি বৈঠকে বসেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত সাড়ে ৮টায় বৈঠকটি চলছিল। ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আরেকটি বৈঠক করে। সেখান থেকে দাবি আদায়ের আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ২ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের সদস্যদের নিয়ে সাধারণ সভা করবেন। সেখানে তারা আলাদা কর্মসূচি নিতে পারবেন। আগামী ২ জানুয়ারি সমিতিগুলো একসঙ্গে ফেডারেশনের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বৈঠক করবে। ওই বৈঠক থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

৭ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি : বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেককে চিঠি দিয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, আমরা তিন ধরনের চিঠি ৭ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে পাঠিয়েছি। এর মধ্যে অর্থ ও শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া হয়েছে আলাদা দুটি এবং বাণিজ্য, শিল্প ও আইনমন্ত্রী এবং জনপ্রশাসন ও অর্থ প্রতিমন্ত্রীকে একই ধরনের চিঠি দেয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, 'গত ৬ ডিসেম্বর সাক্ষাতের প্রেক্ষিতে আপনি (অর্থমন্ত্রী) আশ্বাস দিয়েছিলেন অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য সপ্তম জাতীয় বেতন কাঠামোর অনুরূপ সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল থাকবে। সপ্তম বেতন স্কেলে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এক্ষেত্রে কমানো হবে না। আপনি আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে সিনিয়র সচিবদের জন্য যে সুপার গ্রেড সৃষ্টি করা হয়েছে, এই সুপার গ্রেডে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্য থেকে একটি অংশকে শতকরা হারে উন্নীত করার বিধান রাখবেন। আপনি আরও বলেছিলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম জাতীয় অধ্যাপকদের সিনিয়র সচিবের স্থান দেয়া হবে। কিন্তু জেনেছি, তারা থোক বরাদ্দ পান, তাই সে সুযোগ নেই। কিন্তু প্রকাশিত গেজেটে জাতীয় অধ্যাপকদের বেতন কাঠামোতে সিনিয়র সচিবদের গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— যা আপনার বক্তব্যের বরখেলাপ।'

চিঠিতে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে আরও বলা হয়, 'আপনার (অর্থমন্ত্রী) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পর অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম, এতে আপনার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতিফলন ঘটেনি। আপনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেই এসব বিষয় ঠিক করা হয়েছে। আপনার এ বক্তব্য পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা আশা করছি, বর্তমান বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের ব্যাপারে দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং অনতিবিলম্বে বক্তব্য প্রত্যাহার করে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করবেন। অন্যথায় উদ্ভূত সকল পরিস্থিতির দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে অর্থমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে সপ্তম বেতন কাঠামোর সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত না করে অর্থমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। এতে অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সব অসঙ্গতি দূর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সুপার গ্রেডে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

এদিকে শিক্ষকদের উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য নিতে বৃহস্পতিবার রাতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েও শেষ পর্যন্ত কথা বলা সম্ভব হয়নি।